Upazila Primary Education Training Centre(UPETC) প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোতে সর্বশেষ সংযোজিত একটি একাডেমিক প্রতিষ্ঠান। যুগের চাহিদা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান-উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৯৭-২০০৪)-এর আওতায় 'আইডিয়াল' ও 'নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প দু'টির অর্থায়নে দেশের ৪৮১টি থানা/উপজেলায় উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি/টিআরসি) নামে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। যা সরকার ২০০৫ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করেন। পরবর্তীতে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-২০১৬)-এর শুরুতেই অবশিষ্ট ২৪টি থানা/উপজেলায় ইউআরসি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেন এবং বর্তমানে দেশের সকল উপজেলা/থানায় ইউপিইটিসি এর কার্যক্রম বিস্তৃত। সরকার ২০২৫ সালে দপ্তরটির নাম পরিবর্তন করে Upazila Primary Education Training Centre (UPETC) করেন। ইউপিইটিসি উপজেলা/থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। মূলত যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষসাধনই ইউপিইটিসি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। ফলতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণ, বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো উপকরণ ও প্রশিক্ষণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। পিটিআই-কেন্দ্রিক মৌলিক প্রশিক্ষণ(সি-ইন-এড/ডিপিএড/বিটিপিটি) সমাপ্তির পর প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থানীয় পর্যায়ে আর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। অথচ শিক্ষণ কাজ একটি জীবনব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের কাজ। শিক্ষকদের অব্যাহত প্রশিক্ষণ-সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইউআরসি/ ইউপিইটিসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য বেসিক-ইন-সার্ভিস, বিষয়ভিত্তিক (বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান), উপকরণ উন্নয়ন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষে পাঠের মানোন্নয়ন, সুস্বাস্থ্যে শিক্ষা, শিখবে প্রতিটি শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ; প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন, একীভূত শিক্ষা; এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পূর্বে কোনো পেশাগত শিক্ষা/প্রশিক্ষণ থাকে না। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে ছেলে-মেয়েরা সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করেন এবং শিক্ষকতার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং স্তর প্রাথমিকের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পর তারা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তবে খুব কম শিক্ষকের ভাগ্যে চাকরিতে প্রবেশের পরপরই এ প্রশিক্ষটি গ্রহণের সুযোগ ঘটে। কোনো কোনো শিক্ষকের এ প্রশিক্ষণটি পেতে কয়েক বছর লেগে যায়। কিন্তু শিক্ষকের পাঠদান তো থেমে থাকে না। ফলে একজন নবীন কাজেই অনেকটা অদক্ষ এবং অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের কাছ থেকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার ইউআরসি /ইউপিইটিসি-তে নবনিযুক্ত শিক্ষকগণের জন্য ইনডাকশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইনডাকশন প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষকগণ বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের যুযোগ পান। ফলে একজন নবীন শিক্ষক উক্ত প্রশিক্ষণসমূহ গ্রহণের ফলে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেন।

বৈশ্বিক এবং স্থানীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তর শিক্ষাক্রমের সংস্কার/ পরিবর্তন করা হয়। ফলে শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষক্রম বিস্তরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। যে কাজটি ইউআরসি /ইউপিইটিস'র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে আসছে। তাছাড়া শিক্ষকগণ জীবনে একবারই পিটিআই থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারা যেনো নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন এবং আপডেটেড থাকেন সেজন্য ইউআরসি /ইউপিইটিস'র মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলে শিক্ষকগণ উজ্জীবিত হন এবং তাদের মধ্যে কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ইউপিইটিস-তে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউপিইটিস'র কর্মকর্তাগণ সাব-ক্লাস্টার সার্বিক সহযোগিতা করে থাকেন। ইউপিইটিস'র কর্মকর্তাগণ সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের লিফলেট প্রণয়ন, প্রশিক্ষক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। যা সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে। প্রশিক্ষণের বাইরে ইউপিইটিস'র কর্মকর্তাগণ প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষকদের পাঠ পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন প্রদান করে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নে অবদান রাখেন। সার্বিকভাবে বলা যায় স্থানীয় পর্যায়ে ইউপিইটিস প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাছাকাছি থেকে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

CamScanner